International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)

E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

# সুফি.প্রভাবিত বাউল সাধনায় প্রবৃত্তির উদগতি

## ডঢ তপোব্রত ভাদুড়ি

সহকারী অধ্যাপকএ বাংলা বিভাগএ পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়

**সারাংশ**

ৃ বাংলার সুফি.প্রভাবিত বাউল সাধনা মূলত সহজযানী বৌদ্ধধর্মএ সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম এবং সুফি দর্শনের এক অনন্য মিশ্রণ। এই সাধনার মূল কথা হল যোগপ্রণালী ও দেহসাধনার মাধ্যমে মানুষের ভেতরের সহজাত জৈবপ্রবৃত্তিকে ;কামত্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে ;প্রেমত্ব রূপান্তর করা। সুফিদের চসাকিচ বা সাধনসঙ্গিনীর ধারণা এবং সহজিয়াদের চমুদ্রাচ বা পরকীয়া নায়িকার ধারণার মধ্যে গভীর মিল রয়েছেএ যেখানে নারী কেবল ভোগের বস্তু ননএ বরং আধ্যাত্মিক মুক্তির মাধ্যম। বাউলরা মনে করেনএ মানুষের স্থূল রূপের আড়ালেই পরমেশ্বরের আনন্দময় দিব্য চস্বরূপচ লুকিয়ে আছে। গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী কঠিন ও সংযত চউজানচ সাধনার মাধ্যমে বীর্যের ঊর্ধ্বগমন ঘটিয়ে কামনদীকে প্রেম নদীতে রূপান্তর করাই বাউলদের প্রধান লক্ষ্য। বাহ্যিক কোনো দেবালয়ে নয়এ বরং মানবদেহের অভ্যন্তরীণ দেউলেই বাউল সাধক তাঁর চমনের মানুষচ বা চমানুষ রতনচ.এর আরাধনা করেন।

**সূচক শব্দ** ৃ সুফিএ সাকিএ সহজিয়া বৌদ্ধধর্মএ সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মএ বাউল গানএ ত্রিবেণীর ঘাটএ উজান ভেটেলএ মনের মানুষ

**ভূমিকা** ৃ

বাঙালি সংস্কৃতির এক অনন্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল বাউল দর্শন। আপাত দৃষ্টিতে বাউলদের জীবনচর্চাকে লোকায়ত মনে হলেও এর গভীরে রয়েছে অত্যন্ত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনা। ঐতিহাসিক ভাবে ত্রয়োদশ শতকে সেন রাজত্বের অবসান ও তুর্কি বিজয়ের পর বাংলার গুহ্যসাধক সহজযানী বৌদ্ধদের একাংশের সঙ্গে ইসলামের মরমিয়াপন্থী সুফি সম্প্রদায়ের এক মেলবন্ধন ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় সহজিয়াদের দেহকেন্দ্রিক কায়সাধনা এবং সুফিদের প্রেমদর্শনের সংমিশ্রণে বাংলায় বাউলধর্মের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পঞ্চদশ.ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যজীবনী গ্রন্থেও এই ভাবধারার নির্ভরযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কায়সাধনাএ মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর এবং মানবিক প্রেমকে ঐশী প্রেমে উন্নীত করার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে এই বাউল দর্শনে।

**পর্যালোচনা** . ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি বিজয়ের ফলে বাংলায় সেন রাজত্বের অবসান ঘটলে গুহ্যসাধক সহজযানী বৌদ্ধদের একাংশের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের মরমিয়াপন্থী সুফি সম্প্রদায়ের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ভ১, এরই পরিণতিতে সহজিয়াদের কায়সাধনা ও সুফিদর্শনের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বাউলধর্মের উদ্ভব ঘটে। ভ২, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখা চশ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতচ থেকে জানা যায়এ অদ্বৈত আচার্য জগদানন্দ পণ্ডিতের হাত দিয়ে নীলাচলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যে তরজা প্রহেলিকাটি পাঠিয়েছিলেনএ তার মধ্যে চভাবোন্মাদচ অর্থে চবাউলচ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। ভ৩, চৈতন্যজীবনীতে পরিবেশিত এই তথ্যটিকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যেএ

পঞ্চদশ.ষোড়শ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বাংলার মানুষ বাউল.সংস্কৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সুফিধর্মের প্রধান সাদৃশ্যের জায়গাটি হলএ দুটি ধর্মেই যোগপ্রণালী.নির্ভর দেহসাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে মানুষের সহজাত জৈবপ্রবৃত্তির উন্নয়ন তথা ঊর্ধ্বায়নের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ সহজযানীরা যেমন প্রজ্ঞোপায়যোগের মধ্য দিয়ে সংবৃতি বোধিচিত্তকে পারমার্থিক বোধিচিত্তে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেনএ সুফি সাধকরাও তেমনি ষইশক.এ.মজাজিষ বা মানবিক প্রেমকেই ষইশক.এ.হকিকিষ বা দিব্য প্রেমে উন্নীত করার কথা বলেছেন। ঋ৪,

সহজিয়া ধর্মে বা তান্ত্রিক উপাসনায় যেমন ষমুদ্রাষ বা ষপ্রকৃতিষ নিয়ে সাধনার রীতি প্রচলিত আছেএ সুফি ধর্মেও তেমনি সাধনসঙ্গিনী গ্রহণ করার প্রথা রয়েছে। সুফি সাধকরা নিজেদের সাধনসঙ্গিনীকে ষসাকিষ বলে অভিহিত করেছেন। সহজিয়াদের পরকীয়া নায়িকার মতো ষসাকিষ.ও পরম রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় এক তত্ত্ব। সুফিসাধনায় ষসাকিষ.র গুরুত্ব বিচার করতে গিয়ে একজন বিশিষ্ট গবেষক লিখেছেনএ ষজীম ঁাপ পে জীম ৈচপতপজনংস সমংকমতএ জীম শ্ঠমসবঅমকশ্ব ব জীম ৈনপি ংদক জীমপত হনপকম ৢব পদ বংসসমক জীম কপেজতপঙ্নজবত ব জীম ূপদম ব ৢচ্ত্বাংকপেমণষ ঋ৫,

আমরা আগেই দেখেছিএ সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে ষরূপষ.এর মধ্যে ষস্বরূপষ.এর আরোপ করে ষরূপষ থেকে ষস্বরূপষ.এ উত্তীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তন্ত্রেও ঘোষণা করা হয়েছেএ ষজীবষ আর ষশিবষ.এর মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেইয নিম্নাভিমুখী বৃত্তিসমূহকে সংযত করে চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বায়িত করতে পারলে ষজীবষ.ই ষশিবষ.এ রূপান্তরিত হয়। সুফি দর্শনের সঙ্গে এই সমস্ত চিন্তাধারার অনেকটা মিল আছে। সুফিরাও স্বীকার করেছেনএ মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পর.বিরোধী সত্তা আছে একটি হল তার জৈব সত্তা বা ষনসুতষ আর অন্যটি হল তার দিব্য সত্তাষ বা ষলহুতষ। ঋ৬, এই বাসনা.মলিন জৈব সত্তাকে আনন্দময় দিব্য সত্তার পরিপূর্ণ ভাবে রূপান্তরিত করাই সুফি সাধকের প্রেম সাধনার চরম উদ্দেশ্য।

সুফিদের সাধনা প্রেমপন্থের সাধনা। তাঁদের মতেএ প্রেমই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সত্য এবং দৃশ্যমান এই চরাচর প্রেমেই বিধৃত হয়ে আছে। সুফি দার্শনিকরা কল্পনা করেছেনএ জগৎসৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী। সেই নিঃসঙ্গ আত্মমগ্নতার মুহূর্তে নিজেকেই তিনি ভালোবেসেছিলেন। তারপর নিজের মাধুর্য আস্বাদনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে অবিকল নিজেরই আদলে তিনি গড়েছিলেন প্রথম মানব আদমকে। আর ক্রমশ তারই সূত্র ধরে আরম্ভ হয়েছিল তাঁর বিশ্বরচনার পালা। ঋ৭, মধ্যযুগের বাঙালি কবি আলিরাজা তাঁর ষজ্ঞানসাগরষ গ্রন্থে লিখেছেনএ ষযুগ বিনে প্রেমরস না পারে ভুগিতে।।ষ তার কারণএ ষএক এক প্রেম না হয় কদাচন।ষ তাই কবির কল্পনায়এ ষপ্রথমে আছিলা প্রভু এক নিরঞ্জন।ঃ প্রেমরসে ডুবি কৈল যুগল সৃজন।ষ ঋ৮,

উপনিষদের ভাবনার সঙ্গে সুফিদের এই কল্পনার বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছেএ ষআত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষাবিধঃষ কৃ অর্থাৎএ প্রথমে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মা বা বিরাট্ রূপেই ছিল। তখন ষস বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।ষ এই অবস্থায় তিনি মোটেই আনন্দিত হলেন না। কারণ একাকী থাকলে কেউ সুখী হয় না। সুতরাং তিনি সঙ্গীর অভিলাষ করলেন। ষস হৈতাবানাস যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাহপাতয়তৃষ্কৃ স্বামী ও স্ত্রী আলিঙ্গনাবদ্ধ হলে যে পরিমাণ হয়এ ওই বিরাট পুরুষ সেই পরিমাণ হলেন। অতঃপর সেই দেহকেই তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। ওই দুই

ভাগ থেকে পতি ও পত্নীরূপে মনু ও শতরূপার উৎপত্তি হলক্ট ্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাংঙ। এঁরা দুজনে মিলিত হয়ে জীবসৃষ্টিতে ব্যাপৃত হলেন। ৠ৯,

শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর ষ্ইবনতম ত্মসপহপবনে ন্ত্রসজেৎ গ্রন্থে সুফি দার্শনিকদের সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত কল্পনার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেনএ ষ্জীম ৃিবসম নদপঅমতেম জীনে চতববমমকে তিবও জীম স্বঅম ব িঠবকণ স্বঅম পে জীম নদকমতসলপদহ চতপদবপচসম ব িজীম ববেঙপব চতববমে ৗ ৃিবসমণ জীম ৃিবসম নদপঅমতেম জীনে ৗমতঅমে ৗ উপততবত ৃিমতম জীম সবঅম ৗদক ইমংনজল ব িজীম ।ইবসনজমএ ৗম তমসিমবজমকণ ৠ১০,

সুফিসন্তদের ঈশ্বরচিন্তার এই বিশিষ্ট দিকটির কথা খেয়াল রেখে তাঁদের ভগবৎ সাধনায় প্রেমের ভূমিকা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রেনল্ড এ৮ নিকলসন মন্তব্য করেছেনঃ ৠবকএ ৗ জীম চবমজে ববদবমপঅম ৠ্যতএ পে জীম মজমতদংস ঠমংনজল ৃিপবী ইল জীম দমবমেপজলএ ব িপিজে দংজনতম কমেপতমে জব ইম সবঅমকএ উংদপমিজে পজেমসিব িবিত জীম ৗম ব িসবঅমএ ৗদক পে জীম তমংস বইরমবজ ব িসস সবঅমণ শ্অমদ মংতজীসল সবঅম পে ৗ জলচম ব িচপতপজনংসএ ৗ ইতপকহম সমংকপদহ জব তমংসপজলণ জীম ৗবনসএ ইমপদহ কপঅপদম পদ পজ মেদবমএ সবদহে বিত নদপবদ ৃপজী জীংজ তিবও ৃিপবী পজ পে ৗমচংতংজমক ইল জীম পসসনেপবদ ব িপদকপঅপকনংসপজলএ ৗদক জীপে সবদহপদহ ৗচপতংজপবদএ ৃিপবী নতহমে পজ জব চ্ৗল তিবও ৗমসঁিববক ৗদক জব তপেম বদ জীম ৃপদহে ব িমিবেজংএ পে জীম বদসল উমংদ ৃিমতমইল পজ বংদ তমজনতদ জব পজে বতপহপদংস ৗিবওমণ ৠ১১,

সুফি সাধকরা মানবসংসারের বিভিন্ন প্রেমসম্পর্কের অন্তরালে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় প্রেমেরই লীলা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই মানবিক প্রেমকে তাঁরা কোনোভাবেই অবজ্ঞা করেননি। বরং আত্মসংযম ও চিন্তাশুদ্ধির মধ্য দিয়ে রক্তমাংসের স্থূল কামনাকেই তাঁরা ভগবৎপ্রেমের ঐশী আবেগে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেনএ সাধানার সোপান পরম্পরার মধ্য দিয়ে ্ফানাফিল্লাহৎ দশায় পৌঁছে সাধকের অহংবোধের আবরণ যখন সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হয়ে যায়এ তখন ইন্দ্রিয়সম্ভোগের তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে মানবিক প্রেমই দিব্য চেতনায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্যএ বাংলাদেশের মাটিতে সুফি সন্তদের অধ্যাত্মচিন্তার এই ধারাটিই সহজযানী বৌদ্ধ ও সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মমতের দ্বারা বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়ে বাউলধর্মের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে। সেই জন্য কাম থেকে প্রেমে উদ্গমনের তত্ত্বটি বাউলগানেও আভাসিত হয়ে উঠতে দেখা যায়। লালন ফকিরের একটি গানে আছে ঃ

শুদ্ধ প্রেম সাধলে যদি কামরতিকে রাখলে কোথা
আগে উদয় কামের রতিএ
রস আগমন তারি সাথীয
সেই রসে হয়ে স্থিতি
খেলছে মানুষ দেখ গো সেথা।। ৠ১২,

লালন তাঁর অন্য একটি গানে বলেছেনঃ

করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন
প্রেম সাধিতে ফেঁপে উঠে কাম.নদীর তুফান।।
প্রেম.রতন ধন পাওয়ার আশে
ত্রিপীনের ঘাট বাঁধলাম কষেয
কাম.নদীর এক ধাক্কা এসে যায় বাঁধন.ছাদন।।
বলব কি সে প্রেমের কথাএ
কাম হইল প্রেমের লতায
কাম ছাড়া প্রেম যথা তথা নাই রে আগমন।।

পরম গুরু প্রেম.পিরীতিএ
কাম.গুরু হয় নিজ পতিয
কাম ছাড়া প্রেম পায় কি গতি তাই ভাবে লালন।। ড়১৩,

বাউল গানে ষত্রিপীনের ঘাটষ বা ষত্রিবেণীর ঘাটষ বলতে সাধারণত সাংকেতিক অর্থে মানবশরীরের অভ্যন্তরে মূলাধারচক্রের কাছে অবস্থিত ইড়া.পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক নাড়ি তিনটির সংযোগস্থলকে বোঝানো হয়। ইতোপূর্বে সহজিয়া সাধকদের দেহতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে আমরা লক্ষ করেছি যেএ মানবদেহের এই স্থানেই প্রাকৃত রতি বা জীবরতি বা কামের উৎপত্তি হয়ে থাকে। লালনের এই গান দুটিতে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছেএ ষত্রিপীনের ঘাটষকে কষে বেঁধে ষকামনদীষর স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে দিয়ে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধনহ করা সম্ভবপর নয়। তার কারণএ কাম.রূপ লতাতেই প্রেম.রূপ পুষ্প মুকুলিত হয়ে ওঠে। ষপ্রেম.রতন ধনষ লাভ করার তপস্যায় ষআগে উদয় কামের রতিষ্য পরে তারই সূত্র ধরে ঘটে প্রেম.রসের আগমন। সুতরাং প্রাকৃত জীবরতিকে অপ্রাকৃত প্রেম.রসে উন্নীত করতে পারলেই ষসহজ মানুষষ বা ষঅধর মানুষষকে লাভ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে ওয়াকিল আহমদ তাঁর ষবাউল গানষ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেনএ ষসাধন.সঙ্গিনী হিসাবে নারীর সংসর্গ এবং যোগসাধনার অঙ্গ হিসাবে নারী.সম্ভোগ বাউলধর্মে স্বীকৃতি পায়। তন্ত্রে বামাচারী যোগ.সাধনায় নারী.সম্ভোগের কথা আছে। সহজিয়া বৌদ্ধমতেও নর.নারীর দেহমিলনকে ধর্মসাধনার সোপান রূপে গণ্য করা হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈরাগী.বোষ্টমী একই ধারার অনুসারী। বাউলরা অধ্যাত্ম প্রেমাস্বাদনের জন্য দেহজ প্রেমকে গ্রহণ করেততত।ষ ড়১৪, এই সূত্রে তিনি বিশেষভাবে খেয়াল করিয়ে দিয়েছেনএ হবাউল গানে প্রেমের দুটি ভাব স্পষ্ট কৃ সকাম ও নিষ্কাম প্রেম। মিথুনাত্মক যোগসাধনায় নরনারীর দেহমিলনের কথা আছে। সাধনার অঙ্গ হিসেবে সাধক সঙ্গিনীর সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত হয়। কিন্তু তা সম্পূর্ণ গুরুর নির্দেশে হয়ে থাকেএ প্রয়োজনে গুরুর উপস্থিতিতে তা সম্পন্ন হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে যে ষবাউল ধ্বংস আন্দোলনষ হয়এ তাতে অন্যতম অভিযোগ ছিল ধর্মের নামে অবাধ যৌনলীলা ও নানাবিধ অশ্লীল আচার.আচরণ। বাউলরা বলেএ তাদের সকাম প্রেমসাধনার লক্ষ্য নিষ্কাম প্রেমসাধনায় উত্তীর্ণ হওয়া।হ ড়১৫,

সহজিয়াদের কায়সাধনার মতো বাউলদের প্রেমসাধনাও অত্যন্ত কঠিন। লালন বলেছেনএ ষসেই করণ সিদ্ধ করা সামান্যের কাজ নয়।ষ বস্তুতএ উপযুক্ত মুর্শিদের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও অনুশাসন ছাড়া এই পথে প্রতি পদে পতনের সম্ভাবনা। লালন ফকির তাঁর একটি গানে সাধনপথের কঠোরতা ও বাধাবিঘ্নের সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলেছেন কৃ

জেন্তে মরা প্রেম.সাধন কি পারবি তোরা।
যে.প্রেমে কিশোর.কিশোরী হয়েছে হারা।।
শোষায় শোষে না ছাড়ে বানএ
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান।
ও তার কাম.নদীতে চর পড়েছেএ প্রেম.নদীতে জল পোরা।।
হাঁটতে মানাএ আছে চরণএ
মুখ আছে তারএ খাইতে বারণ।
ফকির লালন কয়এ এ যে কঠিন মরণ কৃ তা কি পারবি তোরা।। ড়১৬,

প্রাকৃত কামকে অপ্রাকৃত প্রেমে রূপান্তরিত করার এই দুশ্চর সাধনাকে বাউলের দেহতত্ত্বে জোয়ার.ভাটার রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক উপভাষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোয়ার.

ভাটাকে বলা হয় ষউজান ভেটেলষ। লালনের গানে আছেএ ষরস রতির নাই বিচক্ষণঃআন্দাজে করি সাধনঢ়ঢ়ঢ় আমি উজাই কি ভেটেল পড়িঃত্রিপিনীর তীর নালা।।ষ ষবাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতিষ বইতে মোহম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী শব্দ দুটির তত্ত্বগত নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেনএ হউজান শব্দের অর্থকৃ রতিক্রিয়ার সময় বীর্যের ঊর্ধ্বগমন ক্রিয়ার অভ্যাস গঠন। এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে অর্থাৎ বীর্যের ঊর্ধ্বগমনে অভ্যস্ত ও স্থিতি হইলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক শক্তি খুব বৃদ্ধি পাইয়া মানুষকে দান করে পূর্ণ মানুষ হওয়ার শক্তি সামর্থ্য। ষভেটেলষ কৃ এই পথে বা ক্রিয়ায় বীর্যপাত হয়এ সন্তান জন্মেএকৃসিদ্ধি হয় নাএ অর্থাৎ ঊর্ধ্বরেতা হওয়া যায় না। সিদ্ধ গুরুর নিকট এই ষউজান.ভেটেলহ সাধন প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে হয়।হ ঋ১৭,

বাউল সাধনায় সিদ্ধ গুরুর নির্দেশিত সাধনপ্রণালী ও তত্ত্বোপদেশ যথাযথভাবে অনুধাবন করার জন্য সর্বাগ্রে কলুষিত কামসংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করা প্রয়োজন। লালন এই বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে বলেছেনরূ

শুদ্ধ প্রেম রাগে সদায় থাক রে আমার মন।
সোঁতে গা চালান দিও নাএ বেয়ে যাও উজান।।
নিভাইয়ে মদন.জ্বালাএ
অহিতুণ্ডে করগে খেলায়
ঢ়ঢ়ঢ়
প্রেম.বাণে বিক্রমে তার সনে দাও রণ।। ঋ১৮,

দুদ্দু শাহের গানে আছেরূ ষকবাট মার কামের ঘরেএ ঃ মানুষ ঝিলিক দেবে নেহারে।ষ ঋ১৯,

নরনারীর কামবৃত্তিকে পশুসুলভ প্রজনন.আকাঙ্ক্ষা ও স্থূল দেহবাসনা থেকে মুক্ত করে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্তরে উন্নীত করার জন্য সহজিয়াদের মতো বাউল সাধকরাও রূপ.স্বরূপ তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা কল্পনা করেছেনএ স্বয়ং পরমেশ্বরই লীলারস আস্বাদনের জন্য ষনীরষ ও ষক্ষীরষ বা শোণিত ও শুক্ররূপে নিজেকে নারী.পুরুষে বিভক্ত করে জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক নরনারীর স্থূল রূপের অন্তরালে পরমাত্মার সেই আনন্দময় দিব্য স্বরূপই বর্তমান। বাউল গানে এই জন্যই নিঃসংশয়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছেএ ষএই মানুষে আছে রে মনএঃযারে বলে মানুষ রতনষ। ঋ২০,

বাউলদের এই রূপ.স্বরূপ তত্ত্বটি বিশিষ্ট সাধক পাঞ্জ শাহের একটি গানে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন রূ

আজব কারখানা বোঝা সাধ্য কারএ
সাঁই করে লীলা ভবের পর।
এই মানুষে রঙ্গে.রসে বিরাজ করে সাঁই আমার।।
একটি ছিলেন দুইটি হলেনএ নীরে ক্ষীরে যুগল তাঁর।
পাঞ্জ বলে মানবলীলা করছেন সাঁই চমৎকার।
মানুষ ভজে মানুষ ধরএ মনএ যাবি তুই ভব.পার।। ঋ২১,

বাউলের সাধনা এই স্বরূপে.প্রতিষ্ঠিত পুরুষ.প্রকৃতির শুচিশীলিত প্রেমচর্যার পূজা.পুষ্পে দেহের দেউলে ষমনের মানুষষ.এর আরাধনা। মানবিক প্রেমকে অস্বীকার করে নয়এ বরং তার পরিশুদ্ধি ও উদগমনের মধ্য দিয়েই তাঁরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের ষপত্রপুটষ কাব্যগ্রন্থের পনেরো সংখ্যক কবিতার কয়েকটি পঙক্তি স্মরণ করে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যেতে পারে। কবি সেখানে বাউলদের সম্পর্কে লিখেছেন রূ ষওরা দেবতাকে খুঁজে

বেড়ায় তাঁর আপন স্থানেঃসকল বেড়ার বাইরেঃ দোসর.জনার মিলন.বিরহের গহন বেদনায়।ঃ কতদিন দেখেছি ওদের সাধককেঃ দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়েঃমনের মানুষকে সন্ধান করবারঃগভীর নির্জন পথে।ঃ ৼ২২. প্রাচীরঘেরা দুয়ার.তোলা কোনো দেবালয়ের মধ্যে নয়এ দোসরজনার মিলন.বিরহের বেদনাবন্ধুর পথেই মনের মানুষকে খুঁজতে বেরিয়েছেন বাউলরা।

**উপসংহার** . পরিশেষে বলা যায়এ বাউল সাধনা কেবল কোনো শুষ্ক আচার.অনুষ্ঠান বা লৌকিক গান মাত্র নয়এ বরং তা মানবদেহের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে জাগ্রত করার এক পরম মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। এই সাধনা প্রাকৃত কামবৃত্তিকে পশুর মতো প্রজনন.আকাঙ্ক্ষা বা স্থূল দেহবাসনার গন্ডি থেকে মুক্ত করে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দময় দিব্য স্বরূপে উন্নীত করে। ধর্মের নামে গড়ে ওঠা কৃত্রিম প্রাচীর ও সামাজিক ভেদাভেদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাউলরা মানুষের মাঝেই পরম সত্য বা ঃমনের মানুষঃএর সন্ধান করেছেন। মানবিক প্রেম ও পারমার্থিক উপলব্ধির এই অপূর্ব সমন্বয়ের কারণেই বাউল দর্শন আজও বিশ্বজনীন ও শাশ্বত এক মানবিক আবেদন বহন করে চলেছে।

**সূত্রনির্দেশ**.

1. সুজিত আচার্যএ ঃবাংলায় ইসলামধর্মের সূচনাপর্বঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডএ দ্বিতীয় প্রকাশএ অক্টোবর ২০০৪এ কলিকাতাএ পৃঃ ৭
2. শশিভূষণ দাশগুপ্তএ ঃবাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনাঃবাঙলা.সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারাঃ ভারবিএ প্রথম প্রকাশএ অক্টোবর ১৯৯৬এ কলিকাতাএ পৃঃ ৬৮
3. শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজএ ঃশ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতঃ গীতা প্রেসএ প্রথম সংস্করণএ ২০০৭এ গোরক্ষপুরএ পৃঃ ৬৪২
4. ওয়াকিল আহমদএ ঃবাউল গানঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীএ প্রথম প্রকাশএ মার্চ ২০০০এ ঢাকাএ পৃঃ ২০১এ পাদটীকা
5. পরিতোষ দাসএ ঃসহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মঃ ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেডএ প্রথম প্রকাশএ ১৯৭৮এ কলিকাতাএ পৃঃ ১৬২
6. ঁীপইীনংদ বং ঠনচজংএ ষ্ইেবনতম ত্মসপহপবনে ব্নসজেষ্এ থ্যতং ভ্রস্ড ঘ্নপঅংজম স্যওপজমকএ জীপতক মকপজপবদ . ত্মচতপদজএ 1976এ ঌ্নবনজজংএ চপ 179
7. শশিভূষণ দাশগুপ্তএ ঃবাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনাঃ পৃঃ ৭১
8. পূর্বোক্তএ পৃঃ ৭২
9. স্বামী গম্ভীরানন্দ ;সম্পাদিতঃএ ঃউপনিষদ্ গ্রন্থাবলীঃ তৃতীয় ভাগএ উদ্বোধন কার্যালয়এ চতুর্থ প্রকাশ. দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণএ জানুয়ারি ২০০৩এ কলিকাতাএ পৃঃ ৫৭
10. ঁীপইীনংদ বং ঠনচজংএ ষ্ইেবনতম ত্মসপহপবনে ব্নসজেষ্ চপ 177.178
11. শ্রংউমে ঊজপদহে ;ক্ণ্দ্বএ ষ্দবলবসবচংমকপং বঁ ত্মসপহপবদ ঁদক ম্জীপবেষ্ টবসনউম.12এ ভপ – ভপ ব্সংতাএ থ্যতেজ প্ঃচতমেপবদএ 1974এ ম্কপদইনতহীএ চপ 16
12. ওয়াকিল আহমদএ ঃবাউল গানঃ পৃঃ ২১১
13. পূর্বোক্তএ পৃঃ ২০০
14. পূর্বোক্তএ পৃঃ ৪৩
15. পূর্বোক্তএ পৃঃ ৫৯
16. পূর্বোক্তএ পৃঃ ২০১
17. মোহম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীএ ঃবাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতিঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা

একাডেমীए প্রথম প্রকাশए ১৯৭৩ए ঢাকাए পৃঢ ৪৪৫
18. ওয়াকিল আহমদए ষবাউল গানষ্ए পৃঢ ২১০
19. পূর্বোক্তए পৃঢ ৬১
20. পূর্বোক্তए পৃঢ ৬৪
21. পূর্বোক্তए পৃঢ ৫৭.৫৮
22. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরए ষরবীন্দ্র.রচনাবলীষ্ए তৃতীয় খণ্ডए পশ্চিমবঙ্গ সরকারए প্রথম প্রকাশए নভেম্বর ১৯৮৩ए কলিকাতাए পৃঢ ৩৭২